আজকের কাগজ

তারিখ 16 MAY 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

02

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়সীমা প্রসঙ্গে

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম— 'সারাদেশে এ বছর এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় এক লাখ আটত্রিশ হাজার। এরমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাগত ইনস্টিটিউটে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে, উনপঞ্চাশ হাজার। বাকি প্রায় উননব্বই হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।' এমনি যখন অবস্থা তখন চোখে সর্ষেফুল দেখাই হয়েছে আমাদের (১৯৯২ সালে এইচ,এস,সি পাস করা ছাত্র-ছাত্রী) কাজ। ইতিমধ্যে বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে। যারা কৃতকার্য হয়েছে— ভাবছে, সোনার হরিণ পেলাম! এবার অন্যগুলোর অবস্থা— জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আর মেডিকেল কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে, ফলাফলের খবর নেই; ডেন্টাল কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৪ মে; বিআইটিগুলোর জুন মাসে; টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোতে জুলাই-আগস্টে; কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সবে আড়মোড়া ভাঙ্গছে আর কৃষি কলেজগুলো তো রয়েছেই। এ বিশাল দীর্ঘ সূত্রিতা, উৎকণ্ঠিত অনিশ্চয়তার মাঝে কেটে চলেছে সময়। চিন্তা— কোথায় ভর্তি হবো? বাড়িতে অভিভাবকদের চিন্তিত মুখ, নিজের সন্দেহাকুল মন— কোথায় যাই? এদিকে গৌদের ওপর বিষ-ফোঁড়ার মতো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিশ্ববিদ্যালয় লেজ ও ডিগ্রী কলেজগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ। কিন্তু পূর্বেই এসবে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যখন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, বুয়েট, বিআইটি প্রভৃতিতে ভর্তির সুযোগ পাবে, সঙ্গত কারণেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের আসনগুলো শূন্য হয়ে যাবে!

তাদের কথা বাদ দিয়েই, আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে দু'বার ভর্তি হওয়া অসম্ভব এক ব্যাপার। নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের যেসব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক কারণে পূর্বেই কোথাও ভর্তি হয়নি, প্রহর গুনছে অন্য স্থানে ভর্তির অথচ টিকেনি বা টিকবেনা— শুধুমাত্র সময়ের অভাবে তারা কলেজগুলোর শূন্য আসনে ভর্তি হতে পারবে না। তাদের কথা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতনদের কেউ কি ভাবছেন? কি হবে আমাদের?

তাই এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভর্তির সময় বৃদ্ধি করে শূন্য আসনগুলো পূরণ করার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে কামনা করছি সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন দৃষ্টি।

এইচ,এম, খালিদ ইফতেখার
২৬৫, রায়েরবাজার,
ঢাকা-১২০৯।